আসসালামুয়ালাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছেঃ

“পবিত্র কোরআন এবং হাদীসের আলোকে সবর(ধৈর্য)”

পবিত্র কোরআন এবং হাদীসের আলোকে সবর(ধৈর্য)

তিন অক্ষর বিশিষ্ট মূল শব্দ ص ب ر সোয়াদ বা, রা দ্বারা গঠিত শব্দ সমূহ ৮টি নির্গত ফরমে পবিত্র কুরআন মজীদে মোট ১০৩ বার ব্যবহৃত হয়েছে।

১। صَبَرَ ফরম এক ক্রিয়াঃ ৫৮ বার। অর্থ ধৈর্য ধরা to be patient. সহনশীল হওয়া, অটল থাকা, সহ্য করা।

২। صَابِرُ ফরম তিন ক্রিয়াঃ ১ বার অর্থ সহ্য করা endure ধৈর্যের প্রতিযোগিতা করা।

৩। أَصْطَبِرْ ফরম ৮ ক্রিয়াঃ ৩ বার অর্থ অবিচল থাকা, to be stead fast.

৪। صَبَّار বিশেষণ ৪ বার। অর্থ ধৈর্যশীল patient.

৫। صَبَرْ বিশেষ্য ১৫ বার। অর্থ ধৈর্য patience.

৬। صَابِر Active Participle বিশেষ্য ১৯ বার, বিশেষণ ১ বার। ধৈর্য অবলম্বনকারী patient one.

৭। صَبِرَات ১ বার: Active Participle ধৈর্য অবলম্বনকারী মহিলারা patient women.

৮। صَابرة ১ বার Active Participle অবিচল , stead fast.

১। صَبَر ঃ ধৈর্য ধরা

পবিত্র কোরআন মজীদে ঈরশাদ হচ্ছেঃ

১। আল্লাহতায়ালা বনি ইসরাঈলগণকে ফেরাউনের কবল থেকে বাঁচিয়ে আনলেন এবং আকাশ থেকে খাদ্য (মান্না ও সালওয়া) নাযিল করলেন। বনি ইসরাঈলগণ আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করার পরিবর্তে মূসাকে বলেছিলোঃ

সুরা ২ বাকারা, আয়াতঃ ৬১

وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا
مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ
أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا
سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَٰلِكَ
بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَٰلِكَ بِمَا
عَصَوا وَّكَانُوا يَعْتَدُونَ (61)

এবং যখন তোমরা বলেছিলেঃ হে মূসা, আমরা এইরূপে খাদ্যে ধৈর্যধারণ করতে পারি না, অতএব তুমি আমাদের জন্যে তোমার প্রভুর নিকট প্রার্থনা কর- যেন তিনি আমাদের জন্মভূমিতে যা উৎপন্ন হয়, তা হতে শাক-সব্জি, কাকুড় ,গম, মসুর এবং পেঁয়াজ উৎপাদন করেন সে বলেছিলঃ যা উৎকৃষ্ট তোমরা কি তার সঙ্গে যা নিকৃষ্ট তার বিনিময় করতে চাও? কোন নগরে উপনীত হও প্রার্থিত দ্রব্যগুলো অবশ্যই প্রাপ্ত হবে এবং তাদের উপর লাঞ্ছনা ও দারিদ্র নিপতিত হলো এবং তারা আল্লাহর ক্রোধে পতিত হলো এ হেতু যে , নিশ্চয়ই তারা আল্লাহর নিদর্শন সমূহ অস্বীকার করতো ও অন্যায়ভাবে নবীগণকে হত্যা করতো; এবং এ কারণেও যে, তারা অবাধ্যাচরণ করেছিল ও সীমা অতিক্রম করেছিলো।

২।ভ্রান্ত জীবনপদ্ধতি অবলম্বনকারীরা বিচারের দিনের আগুনের আযাব সহ্য করার ব্যপারে কত দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

সুরা ২ বাকারা, আয়াতঃ ১৭৫

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ (175)

তারাই সুপথের বিনিময়ে কুপথ এবং ক্ষমার পরিবর্তে শাস্তি ক্রয় করেছে, অতঃপর জাহান্নাম(এর আযাব) কিরূপে সহ্য করবে?

৩।তোমরা(মু'মিনরা) যদি সবর অবলম্বন করো এবং আল্লাহকে ভয় করো , তবে তাদের (মুশরিক, আহলে কিতাব ও মুনাফিকদের) ষড়যন্ত্র তোমাদের কোনই ক্ষতি করতে পারবে না।

সুরা ৩ আল ইমরান,আয়াতঃ ১২০

إِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِن
(120) تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ

যদি তোমাদেরকে কল্যাণ স্পর্শ করে তবে তারা অসন্তুষ্ট হয়; আর যদি তোমাদের অমঙ্গল উপস্থিত হয়, তারা আনন্দিত হয়ে থাকে এবং যদি তোমরা ধৈর্যধারণ কর ও সংযমী হও, তবে তাদের চক্রান্ত তোমাদের কোনই ক্ষতি করতে পারবে না; তারা যা করে নিশ্চয়ই আল্লাহ তার পরিবেষ্টনকারী।

৪। মুশরিকদের মোকাবিলায় যুদ্ধের সময় ফিরিশতা দ্বারা সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি আল্লাহ মু'মিনদেরকে জানিয়ে দিচ্ছেন।

সুরা ৩ আল ইমরান, আয়াতঃ ১২৫

بَلَىٰ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم
(125) بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ

বরং যদি তোমরা ধৈর্যধারণ কর ও সংযমী হও এবং তারা যদি স্বেচ্ছায় তোমাদের উপর নিপতিত হয়, তবে তোমাদের প্রতিপালক পাঁচ সহস্র বিশিষ্ট ফেরেশতা দ্বারা তোমাদের সাহায্য করবেন।

৫। তোমরা যদি তোমাদের আদর্শের উপর অটল থাকো এবং সতর্কতা অবলম্বন করো তবে এটাই হবে মজবুত সংকল্পের কাজ।

সুরা ৩ আল ইমরান, আয়াতঃ ১৮৬

لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن
قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَٰلِكَ
مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ (186)

অবশ্যই তোমরা তোমাদের ধন-সম্পদ ও তোমাদের জীবন সমূহের দ্বারা পরীক্ষিত হবে এবং যাদেরকে তোমাদের পূর্বে গ্রন্থ প্রদত্ত হয়েছে ও যারা অংশী স্থাপন করেছে, তাদের নিকট হতে তোমাদেরকে বহু দুঃখজনক বাক্য শুনতে হবে; এবং যদি তোমরা ধৈর্যধারণ কর ও সংযমী হও, তবে অবশ্যই এটা সুদৃঢ় কার্যাবলীর অন্তর্গত।

৬।হে- ঈমানদারগণ ! তোমরা সবর অবলম্বন করো, সবরের প্রতিযোগিতা করো এবং ঐক্যবদ্ধ থাকো, আর ভয় করো আল্লাহকে, অবশ্যই তোমরা সফলকাম হবে।

সুরা ৩ আল ইমরান, আয়াতঃ২০০

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ (200)

হে বিশ্বাসস্থাপনকারীগণ! তোমরা ধৈর্য অবলম্বন কর এবং সহিষ্ণু ও সুপ্রতিষ্ঠিত হও এবং আল্লাহকে ভয় কর- যেন তোমরা সুফলপ্রাপ্ত হও।

৭। এই বিষয়টি দেয়া হলো তোমাদের মধ্যকার সেসব লোকদের জন্যে যারা বিয়ে না করলে দীনের বিধান লঙঘন এবং স্বাস্থ্যহানির আশংকা করে। তবে সবর অবলম্বন করা তোমাদের জন্যে উত্তম।

সুরা ৪ আন নিসা, আয়াতঃ ২৫

وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُم بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنكُمْ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (25)

আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি মু'মিনা ও স্বাধীনা রমণীকে বিয়ে করার শক্তি-সামর্থ না রাখে, তবে তোমাদের দক্ষিণ হাত যার অধিকারী – সেই ঈমানদার দাসী। আল্লাহ তোমাদের ঈমান বিষয়ে পরিজ্ঞাত আছেন, তোমরা একে অপর হতে সমুদ্ভূত, অতএব তাদের মনিবদের অনুমতিক্রমে ব্যভিচারিণী ও গুপ্ত প্রেমিকা ব্যতীত সতীসাধ্বীদেরকে বিয়ে কর এবং তাদের নিয়ম অনুযায়ী মোহর প্রদান করবে। অতএব যখন তারা বিবাহবদ্ধ হয়, তৎপর যদি তারা ব্যভিচার করে, তবে তাদের প্রতি স্বাধীনা নারীদের শাস্তির অর্ধেক, এটা তাদেরই জন্যে তোমাদের মধ্যে যারা দুষ্কার্যকে ভয় করে এবং যদি তোমরা বিরত থাক, তবে এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়।

৮। যারা সবর অবলম্বন করে শেষ পর্যন্ত তাদের কাছে আল্লাহর সাহায্য এসে পৌঁছে।

সুরা ৬ আন'আম, আয়াতঃ ৩৪

وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ
أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ
الْمُرْسَلِينَ (34)

তোমার পূর্বে বহু নবী- রাসুলকেও মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হয়েছে। অতঃপর তারা এ মিথ্যা প্রতিপন্নকে এবং তাদের প্রতি কৃত নির্যাতন ও উৎপীড়নকে অম্লান বদনে সহ্য করেছে, শেষ পর্যন্ত তাদের কাছে আমার সাহায্য এসে পৌছেছে, আল্লাহর কালামকে পরিবর্তন করার মত কেউই নেই। আর তোমার কাছে সাবেক নবীদের কিছু কিছু সংবাদ ও কাহিনী তো পৌছে গেছে।

৯। যারা ঈমান আনে এবং, যারা ঈমান আনে না,তাদের মধ্যে আল্লাহই ফায়সালাকারী।

সুরা ৭ আ’রাফ , আয়াতঃ ৮৭

وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا
فَاصْبِرُوا حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ (87)

আমার নিকট যা (আল্লাহর পক্ষ হতে)প্রেরিত হয়েছে তা যদি তোমাদের কোন দল বিশ্বাস করে এবং কোন দল অবিশ্বাস করে তবে (সেই পর্যন্ত) ধৈর্যধারণ কর যতক্ষণ না আল্লাহ আমাদের মধ্যে চুড়ান্ত ফায়সালা করে দেন, কারণ তিনিই হলেন উত্তম ফায়সালাকারী।

১০।মূসা তার কওমকে বললোঃ তোমরা আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করো এবং সবর করো।

সূরা ৭ আ’রাফ, আয়াতঃ ১২৮

قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ

لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ (128)

মূসা(আঃ) তার সম্প্রদায়কে বললেনঃ তোমরা আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর এবং ধৈর্য অবলম্বন কর, এই পৃথিবীর সার্বভৌম মালিক আল্লাহ, তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা ওর উত্তরাধিকারী করে থাকেন । শুভ পরিণাম ও শেষ সাফল্য তো মুত্তাকী বান্দাদেরই জন্যে।

১১। দুর্বল করে রাখা (ফেরাউনকর্তৃক) বনি ইসরাঈলরা সবর করেছিল, তাই আল্লাহ তাদেরকে পূর্ব ও পশ্চিমের উত্তরাধিকারী বানিয়ে দিয়েছিলেন

সুরা ৭ আ’রাফ,আয়াতঃ ১৩৭

وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي

بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا

وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ (137)

যে জাতিকে দুর্বল ভাবা হতো আমি তাদেরকে আমার কল্যাণপ্রাপ্ত রাজ্যের পূর্ব ও পশ্চিমের উত্তরাধিকারী বানাই। আর বনী ইসরাঈল জাতি সম্পর্কে তোমার প্রতিপালকের শুভ ও কল্যাণময় বাণী(প্রতিশ্রুতি) পূর্ণ হলো, কেননা তারা ধৈর্য ধারণ করেছিল, আর ফিরাউন ও তার সম্প্রদায়ের নির্মিত কীর্তিকলাপ ও উচ্চপ্রাসাদসমূহকে আমি ধ্বংস করেছি।

১২। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবর অবলম্বনকারীদের সাথেই রয়েছেন।

সুরা ৮ আল আনফাল , আয়াতঃ ৪৬

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ (46)

আর আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের তোমরা আনুগত্য করবে এবং নিজেদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ করবে না, অন্যথায় তোমরা সাহস হারিয়ে দুর্বল হয়ে পড়বে এবং তোমাদের স্পনের দৃঢ়তা ও শক্তি বিলুপ্ত হবে, আর তোমরা ধৈর্যসহকারে সব কাজ করবে, আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন।

১৩।(মুহাম্মদ (সঃ)কে বলা হচ্ছে)ঃ সবর অবলম্বন করো যতোক্ষণ না আল্লাহর ফায়সালা আসে।

সুরা ১০ ইউনুস, আয়াতঃ ১০৯

وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ (109)

আর তুমি তোমার প্রতি প্রেরিত ওহীর অনুসরণ কর, আর ধৈর্যধারণ কর এই পর্যন্ত যে, আল্লাহ মীমাংসা করে দেন এবং তিনিই উত্তম মীমাংসাকারী।

১৪। যারা সবর অবলম্বন করে এবং আমলে সালেহ করে তাদের জন্যে রয়েছে মাগফিরাত ও বিশাল পুরষ্কার।

সুরা ১১ হুদ , আয়াতঃ ১১

إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ (11)

কিন্তু যারা ধৈর্য ধরে ও ভাল কাজ করে তারা ব্যতীত, এমন লোকদের জন্য রয়েছে ক্ষমা এবং বিরাট পুরষ্কার।

১৫। সবর অবলম্বন করো পরিণামে সাফল্য মুত্তাকিদের জন্যেই।

সুরা ১১ হুদ , আয়াতঃ ৪৯

تِلْكَ مِنْ أَنبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا أَنتَ وَلَا قَوْمُكَ

مِن قَبْلِ هَٰذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ (49)

এটা হচ্ছে গায়েবী সংবাদ সমূহের অন্তর্ভুক্ত, যা আমি তোমার (হে মুহাম্মদ(সঃ)) কাছে ওহী মারফত পৌছিয়ে দিচ্ছি , ইতিপূর্বে এটা না তুমি জানতে, আর না তোমার কওম; অতএব, তুমি ধৈর্য ধারণ কর; নিশ্চয় শুভ পরিণাম মুত্তাকীদের জন্যেই।

১৬। সবর অবলম্বন করো। অবশ্যই আল্লাহ বিনষ্ট করেন না পুণ্যবানদের কর্মফল।

সুরা ১১ হুদ,আয়াতঃ ১১৫

وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (115)

আর ধৈর্যধারণ কর, কেননা আল্লাহ সৎকর্মশীলদের পুণ্যফলকে বিনষ্ট করেন না।

১৭। (ইউসুফকে আল্লাহ দেশের শাসক বানিয়েছিলেন তার যে সমস্ত ভাই তাকে কুয়ায় নিক্ষেপ করেছিলেন, তাদের কাছে নিজের পরিচয় পেশ করার পর বলেছিলেন) যারা তাকওয়া ও সবর অবলম্বন করে, নিশ্চয়ই আল্লাহ সেইসব মুহসিনদের কর্মফল বৃথা যেতে দেন না।

সুরা ১২ ইউসুফ ,আয়াতঃ ৯০

قَالُوا أَإِنَّكَ لَأَنتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَٰذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا

أَ إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (90)

তারা বললো তবে কি তুমিই ইউসুফ(আঃ)? তিনি বললেনঃ আমিই ইউসুফ(আঃ) এবং এই আমার (সহোদর;) আল্লাহ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, যে ব্যক্তি মুত্তাকী ও ধৈর্যশীল, আল্লাহ সেইরূপ সৎকর্মপরায়নদের শ্রমফল নষ্ট করেন না।

১৮। যারা তাদের প্রভুর সন্তুষ্টি লাভের লক্ষ্যে সবর অবলম্বন করে, সালাত কায়েম করে আমাদের দেয়া জীবিকা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয়(দান) করে এবং ভালো দিয়ে মন্দ দূর করে তাদেরই জন্যে রয়েছে পরিণামের ঘর।

সুরা ১৩ আর রা'দ , আয়াতঃ ২২

وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا
وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ (22)

আর যারা তার প্রতিপালকের সন্তোষ্টি লাভের জন্যে ধৈর্যধারণ করে, নামাজ সুপ্রতিষ্ঠিত করে এবং আমি তাদেরকে যে রুযী দিয়েছি তা হতে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে আর যারা ভাল দ্বারা মন্দ দূরীভূত করে তাদের জন্যে শুভ পরিণাম।

১৯। (ফিরিশতারা জান্নাতিদের সালাম দিয়ে বলবে) সবরের জন্য আজ কতো উত্তম পরিণাম আপনাদের ।

সুরা ১৩ আর রা'দ , আয়াতঃ ২৪

سَلَامٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ (24)

(এবং বলবেন) তোমরা ধৈর্য ধারণ করেছ বলে তোমাদের প্রতি শান্তি! কতই না ভাল এই পরিণাম।

২০। তোমরা (কাফিররা) আমাদের(মুমিনদের) যতো কষ্টই দাও না কেন, আমরা অবশ্যই অটল সহনশীল থাকবো।

সুরা ১৪ ইবরাহীম , আয়াতঃ ১২

وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا
آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ (12)

আমরা আল্লাহর উপর নির্ভর করবো না কেন? তিনিই তো আমাদের পথ প্রদর্শন করেছেন; তোমরা আমাদেরকে যে ক্লেশ দিচ্ছ, আমরা অবশ্যই তা ধৈর্যের সাথে সহ্য করবো এবং নির্ভরকারীদের আল্লাহর উপরই নির্ভর করা উচিত।

২১। জাহান্নামে দাম্ভিক কর্তৃত্বশীলদের উদ্দেশ্যে দুর্বলরা (যারা দাম্ভিকদের অনুসরণ করতো) বলবে- তোমরা কি আজ আযাব কিছুটা লঘব করতে পারবে? দাম্ভিক কর্তৃত্বশীল গণ বলবে আমরা (উভয়ই) সহ্য করি অথবা ধৈর্য হারাই একই কথা, এখান থেকে আমাদের নিষ্কৃতি নেই।

সুরা ১৪ ইবরাহীম , আয়াতঃ ২১

وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا
فَهَلْ أَنتُم مُّغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِن شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ
لَهَدَيْنَاكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِن مَّحِيصٍ (21)

সবাই আল্লাহর নিকট উপস্থিত হবেই; যারা অহংকার করতো তখন দুর্বলেরা তাদেরকে বলবেঃ আমরা তো তোমাদের অনুসারী ছিলাম; এখন তোমরা আল্লাহর শাস্তি হতে আমাদেরকে কিছুমাত্র রক্ষা করতে পারবে? তারা বলবেঃ আল্লাহ আমাদেরকে সৎ পথে পরিচালিত করলে আমরাও তোমাদেরকে সৎ পথে পরিচালিত করতাম; এখন আমাদের ধৈর্যচ্যুত হওয়া অথবা ধৈর্যশীল হওয়া একই কথা; আমাদের কোন নিষ্কৃতি নেই।

২২। হিজরতকারীদের দুনিয়া ও আখেরাতে উত্তম পুরস্কার দেয়া হবে কারণ তারা সবর অবলম্বন করে এবং তাদের প্রভুর উপর তাওয়াক্কুল করে।

সুরা ১৬ আন নাহল ,আয়াতঃ ৪২

الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (42)

তারা ধৈর্য ধারণ করে ও তাদের প্রতিপালকের উপর নির্ভর করে।

২৩। যারা সবর অবলম্বন করে আমরা তাদের আমলের চাইতেও শ্রেষ্ঠ পুরষ্কার তাদের দান করবো।

সুরা ১৬ আন নাহল, আয়াতঃ ৯৬

مَا عِندَكُمْ يَنفَدُ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (96)

তোমাদের যা কিছু আছে তা নিঃশেষ হয়ে যাবে এবং আল্লাহর কাছে যা আছে তা স্থায়ী; যারা ধৈর্য ধারণ করে আমি নিশ্চয়ই তাদেরকে তারা যা করে তা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পুরষ্কার দান করবো।

২৪। হিজরত করার পর যারা অটল থেকেছে তাদের প্রতি তাদের প্রভু অবশ্যই ক্ষমাশীল , দয়াবান।

সুরা ১৬ আন নাহল , আয়াতঃ ১১০

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِن بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ (110)

যারা নির্যাতিত হবার পর হিজরত করে, পরে জিহাদ করে এবং ধৈর্যধারণ করে ; তোমার প্রতিপালক এইসবের পর, তাদের প্রতি অবশ্যই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

২৫। (মুহাম্মাদ(সঃ)কে বলা হচ্ছে)ঃ সহনশীল হও, কারণ তোমার সহনশীলতা তো আল্লাহর সাহায্যেই পেয়েছো।

সুরা ১৬ আন নাহল, আয়াতঃ১২৬, ১২৭

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ

لِّلصَّابِرِينَ (126)

যদি তোমরা প্রতিশোধ গ্রহণ কর, তবে ঠিক ততখানি প্রতিশোধ গ্রহণ করবে, যতখানি অন্যায় তোমাদের প্রতি করা হয়েছে; তবে তোমরা ধৈর্য ধারণ করলে ধৈর্যশীলদের জন্যে ওটাও তো উত্তম।

وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا

يَمْكُرُونَ (127)

তুমি ধৈর্যধারণ কর; তোমার ধৈর্য তো হবে আল্লাহরই সাহায্যে; তাদের দরুন দুঃখ করো না এবং তাদের ষড়যন্ত্রে তুমি মনক্ষুন্ন হয়ো না।

২৬। (মুহাম্মদ(সঃ) কে বলা হচ্ছে)ঃ যারা সকাল সন্ধ্যায় তার প্রভুকে ডাকে তুমি তাদের সাথে নিজেকে অবিচলভাবে জুড়ে রাখো।

সুরা ১৮ আল কাহাফ, আয়াতঃ ২৮

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ

وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ

عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا (28)

নিজেকে তুমি রাখবে তাদেরই সংসর্গে যারা সকাল ও সন্ধ্যায় আহ্বান করে তাদের প্রতিপালককে তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে এবং তুমি পার্থিব জীবনের শোভা কামনা করে তদের দিক হতে তোমার দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ো না; যার চিত্তকে আমি আমার স্মরণে অমনোযোগী করে দিয়েছি, সে তার খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে ও যার কার্যকলাপ সীমা অতিক্রম করে তুমি তার আনুগত্য করো না।

২৭।(মূসাকে খিজির বলেছিলো) আপনি কেমন করে সবর করবেন এমন বিষয়ে, যে বিষয়ের জ্ঞান আপনার আয়ত্বে নেই?

সুরা ১৮ আল কাহাফ , আয়াতঃ৬৭- ৮২

قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا (67)

তিনি বললেনঃ তুমি কিছুতেই আমার সঙ্গে ধৈর্যধারণ করে থাকতে পারবে না।

وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا (68)

যে বিষয় তোমার জ্ঞানায়ত্ত নয়, সে বিষয়ে তুমি ধৈর্যধারণ করবে কেমন করে?

قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا (69)

মূসা(আঃ) বললেনঃ আল্লাহ চাইলে আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন এবং আপনার কোন আদেশ আমি অমান্য করবো না ।

قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَن شَيْءٍ حَتَّىٰ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا (70)

তিনি বললেনঃ আচ্ছা তুমি যদি আমার অনুসরণ কর-ই তবে কোন বিষয়ে আমাকে প্রশ্ন করো না, যতক্ষণ না আমি সে সম্বন্ধে তোমাকে কিছু বলি।

فَانطَلَقَا حَتَّىٰٓ إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا
لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا (71)

অতঃপর তারা উভয়ে যাত্রা শুরু করলেন, পথিমধ্যে যখন তারা নৌকায় আরোহণ করলেন তখন তিনি তাতে ছিদ্র করে দিলেন, মূসা(আঃ) বললেনঃ আপনি কি আরোহীদেরকে নিমজ্জিত করে দেবার জন্যে তাতে ছিদ্র করলেন? আপনি তো এক গুরুতর অন্যায় কাজ করলেন।

قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا (72)

তিনি বললেনঃ আমি কি বলি নাই যে, তুমি আমার সঙ্গে কিছুতেই ধৈর্যধারণ করতে পারবেনা?

قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا (73)

মূসা(আঃ)বললেনঃ আমার ভূলের জন্যে আমাকে পাকড়াও করবেন না ও আমার ব্যাপারে অত্যধিক কঠোরতা অবলম্বন করবেন না।

فَانطَلَقَا حَتَّىٰٓ إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ
لَّقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُّكْرًا (74)

অতঃপর তারা চলতে থাকলেন, চলতে চলতে তাদের সাথে এক বালকের সাক্ষাত হলে তিনি তাকে হত্যা করে ফেললেন; তখন মূসা(আঃ) বললেনঃ আপনি কি এক নিষ্পাপ জীবন নাশ করলেন হত্যার অপরাধ ছাড়াই? আপনি তো এক গুরুতর অন্যায় কাজ করলেন।

قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا (75)

তিনি বললেনঃ আমি কি বলি নাই যে, তুমি আমার সাথে কিছুতেই ধৈর্য ধারণ করে থাকতে পারবে না?

قَالَ إِن سَأَلْتُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِن لَّدُنِّي عُذْرًا (76)

মূসা(আঃ) বললেনঃ এরপর যদি আমি আপনাকে কোন বিষয়ে জিজ্ঞেস করি, তবে আপনি আমাকে সঙ্গে রাখবেন না; আপনার কাছে আমার ওযর-আপত্তি চুড়ান্ত সীমায় পৌঁছে গেছে।

فَانطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا (77)

অতঃপর উভয়ে চলতে লাগলেন; চলতে চলতে তারা এক জনপদের অধিবাসীদের নিকট পৌছে খাদ্য চাইলেন। কিন্তু তারা তাদের মেহ্মানদারী করতে অস্বীকার করলো; অতঃপর সেখানে তারা এক পতোন্মুখ প্রাচীর দেখতে পেলেন এবং তিনি(খিজির) ওটাকে সুদৃঢ়(সোজা) করে দিলেন; মূসা(আঃ) বললেনঃ আপনিতো ইচ্ছা করলে এর জন্যে পারিশ্রমিক গ্রহণ করতে পারতেন।

قَالَ هَٰذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِع عَّلَيْهِ صَبْرًا (78)

তিনি বললেনঃ এ মূহুর্তেই তোমার ও আমার মধ্যে বিচ্ছেদ কার্যকর হবে। তবে যে বিষয়ে তুমি ধৈর্যধারণ করতে পারনি আমি তার তাৎপর্য ও ব্যাখ্যা বলে দিচ্ছি।

أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدتُّ أَنْ أَعِيبَهَا

وَكَانَ وَرَاءَهُم مَّلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا (79)

নৌকাটির ব্যাপারে (কথা এই যে,) ওটা ছিল কতিপয় দরিদ্র ব্যক্তির। যারা সমুদ্রে জীবিকা অন্বেষণ করতো; আমি ইচ্ছা করলাম নৌকাটিকে ত্রুটিযুক্ত করতে, কারণ অদের পিছনে ছিল এক রাজা যে বল প্রয়োগে নৌকা সকল ছিনিয়ে নিত।

وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا

وَكُفْرًا (80)

আর কিশোরটির পিতা-মাতা ছিল মু'মিন। আমি আশংকা করলাম যে,সে (বড় হয়ে)বিদ্রোহাচরণ ও কুফরীর দিকে তাদেরকে নিয়ে যাবে।

فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا (81)

অতঃপর আমি চাইলাম যে, তাদের প্রতিপালক যেন তাদেরকে তার পরিবর্তে (এমন)এক সন্তান দান করেন, যে হবে পবিত্রতায় মহত্তর ও ভক্তি ভালোবাসায় ঘনিষ্ঠতর।

وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنزٌ لَّهُمَا

وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا

رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَٰلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَّلَيْهِ صَبْرًا (82)

আর ঐ প্রাচীরটি-ওটা ছিল নগরীর দুই ইয়াতীম(পিতৃহীন) কিশোরের, এর নিম্নদেশে আছে তাদের গুপ্তধণ এবং তাদের পিতা ছিল সৎকর্মপরায়ণ। তাই তোমার প্রতিপালক দয়াপরবশ হয়ে ইচ্ছা করলেন যে, তারা বয়ঃপ্রাপ্ত হোক এবং তারা তাদের গুপ্তধণ উদ্ধার করুক; আমি নিজের থেকে কিছু করিনি। তুমি যে বিষয়ে ধৈর্যধারণে অপারগ হয়েছিলে এটাই তার ব্যাখ্যা।

২৮। (মুহাম্মদ(সঃ) কে বলা হচ্ছে)ঃ সুতরাং তারা(কাফিররা) যা বলে সে সম্পর্কে তুমি সবর অবলম্বন করো।

সুরা ২০ ত্বা-হা আয়াতঃ ১৩০

فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ (130)

সুতরাং তারা যা বলে সে বিষয়ে তুমি ধৈর্যধারণ কর এবং সূর্যোদয়ের পূর্বে এবং সূর্যাস্তের পূর্বে তোমার প্রতিপালকের প্রশংসা পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর, আর দিবসের প্রান্তসমূহেও যাতে তুমি সন্তুষ্ট হতে পার।

২৯। (বিচারের দিনে মুমিনদের প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেছেন) তাদের সবর অবলম্বনের কারণে আমি তাদের এমন প্রতিদান দিয়েছি যে, আজ তারাই সফলকাম।

সুরা ২৩ মু'মিনুন, আয়াতঃ ১১১

إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ (111)

আমি আজ তাদেরকে তাদের ধৈর্যের কারণে এমনভাবে পুরস্কৃত করলাম যে, তারাই হলো সফলকাম।

৩০। (মুহাম্মদ(সঃ) ও তার সাথিদেরকে আল্লাহ বলছেন) তোমরা কি সবর অবলম্বন করবে?

সুরা ২৫ আল ফুরকান, আয়াতঃ২০

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا (20)

তোমার পূর্বে আমি যেসব রাসুল প্রেরণ করেছি তারা আহার করতেন ও হাটে - বাজারে চলাফেরা করতেন। আমি তোমাদের মধ্যে পরষ্পরকে পরীক্ষা সরূপ করেছি। তোমরা ধৈর্যধারণ করবে কি? তোমার প্রতিপালক সবকিছু দেখেন।

৩১।(কাফেরদের কথা) সে (অর্থাৎ নবী) তো আমাদের দেবদেবী থেকে দূরে সরিয়ে দিতো যদি না আমরা তাদের আনুগত্যে অটল না থাকতাম।(হায়!কতো ভ্রান্ত কথা)

সুরা ২৫ আল ফুরকান, আয়াতঃ৪২

إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا (42)

সে আমাদেরকে আমাদের দেবতাগণ হতে দূরে সরিয়ে দিতো যদি না আমরা তাদের আনুগত্যে ধৈর্যের সাথে (প্রতিষ্ঠিত) থাকতাম; যখন তারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে তখন তারা জানবে কে সর্বাধিক পথভ্রষ্ট।

৩২। তাদের সবর অবলম্বনের কারণে তাদের প্রতিদান হবে জান্নাতের বিলাস বহুল কক্ষ।

সুরা ২৫ আল ফুরকান, আয়াতঃ ৭৫

أُولَٰئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا (75)

তাদেরকে প্রতিদান স্বরূপ দেয়া হবে (জান্নাতে) বালাখানা, যেহেতু তারা ছিল ধৈর্যশীল, তাদেরকে সেখানে অভ্যর্থনা দেয়া হবে অভিবাদন ও সালাম সহকারে।

৩৩। (আহলে কিতাবীদের সম্পর্কে বলা হচ্ছে)ঃ তাদের সবরের কারণে তাদেরকে দুইবার পুরষ্কার দেয়া হবে।

সুরা ২৮ আল কাসাস, আয়াতঃ৫৪

أُولَٰئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ (54)

তাদেরকে দুবার পারিশ্রমিক প্রদান করা হবে, কারণ তারা ধৈর্যশীল এবং তারা ভাল দ্বারা মন্দের মোকাবিলা করে এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তাহতে তারা ব্যয় করে।

৩৪। যারা ঈমান আনে, আমলে সালেহ করে এবং সবর অবলম্বন ও প্রভুর উপর তাওয়াক্কুল করে তাদেরকে দেয়া হবে আখেরাতে উঁচু প্রাসাদ।

সুরা ২৯ আনকাবুত , আয়াতঃ৫৮, ৫৯

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ (58)

যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে আমি অবশ্যই তাদের বসবাসে জন্যে সুউচ্চপ্রাসাদ দান করবো জান্নাতে, যার পাদদেশে নদী সমূহ প্রবাহিত, সেখানে তারা স্থায়ী হবে।কত উত্তম প্রতিদান সৎকর্মশীলদের।

الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (59)

যারা ধৈর্য অবলম্বন করে ও তাদের প্রতিপালকের উপর নির্ভর করে।

৩৫। (মুহাম্মদ(সঃ) কে বলা হচ্ছে) সবর অবলম্বন করো, অবশ্যই আল্লাহর ওয়াদা সত্য।

সুরা ৩০ আর- রূম , আয়াতঃ ৬০

فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ (60)

অতএব তুমি ধৈর্যধারণ কর, নিশ্চয়ই আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য। যারা দৃঢ় বিশ্বাসী নয় তারা যেন তোমাকে বিচলিত করতে না পারে।

৩৬। (লুকমানের উপদেশ পুত্রকে) ধৈর্য ধারণ করবে বিপদ- মুসিবতে।

সুরা ৩১ লুকমান , আয়াতঃ ১৭

يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ (17)

হে বৎস! নামাজ কায়েম করবে, ভাল কাজের আদেশ করবে ও মন্দ কাজ হতে নিষেধ করবে এবং আপদে-বিপদে ধৈর্য ধারণ করবে, নিশ্চয়ই এটা দৃঢ় সংকল্পের কাজ।

৩৭। (বনী ইসরাঈলদের সম্পর্কে বলা হচ্ছে) আমরা তাদের মধ্য থেকে বহু ইমাম (নেতা) বানিয়েছিলাম, যখন তারা সবর অবলম্বন করেছিল।

সুরা ৩২ আস সাজদা , আয়াতঃ২৪

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ (24)

আর আমি তাদের মধ্য হতে কিছু লোককে নেতা মনোনীত করেছিলাম যারা আমার নির্দেশ অনুসারে পথ প্রদর্শন করতো। যখন তারা ধৈর্যধারণ করতো আর তারা ছিল আমার নিদর্শনাবলীতে দৃঢ় বিশ্বাসী।

৩৮। মুশরিকদের সরদার লোকদেরকে বলেছিল, তোমাদের দেবোতাদের পূজায় অবিচল থাকো। (কতো নকৃষ্ট পরামর্শ!)

সুরা ৩৮ সোয়াদ , আয়াতঃ ৬

وَانطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ (6)

তাদের প্রধানরা সরে পড়ে এই বলেঃ তোমরা চলে যাও এবং তোমাদের দেবতাগুলোর পূজায় তোমরা অবিচলিত থাকো। নিশ্চয়ই এই ব্যাপারটি উদ্দ্যেশ্যমূলক।

৩৯। (মুহাম্মদ(সঃ)কে বলা হচ্ছে) তারা (মুশরিকগণ) যা বলে, তার জন্যে তুমি সবর অবলম্বন করো।

সুরা ৩৮ সোয়াদ ,আয়াতঃ ১৭

اصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ (17)

তারা যা বলে তাতে তুমি ধৈর্যধারণ কর, আর স্মরণ কর,আমার শক্তিশালী বান্দা দাউদ(আঃ)-এর কথা তিনি ছিলেন অতিশয় আল্লাহ অভিমূখী।

৪০। অতএব (হে নবী) তুমি সবর করো। আল্লাহর ওয়াদা অবশ্যই সত্য।

সুরা ৪০ মু'মিন , আয়াতঃ ৫৫

فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ (55)

অতএব তুমি ধৈর্যধারণ কর; নিশ্চয়ই আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য, তুমি তোমার ত্রুটির জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা কর, এবং সকাল-সন্ধ্যায় তোমার প্রতিপালকের সপ্রশংসা পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।

৪১।(বিচারের দিনে কাফেরদের সম্পর্কে বলা হচ্ছে) এখন তারা ধৈর্য ধারণ করলেও তাদের আবাস হবে জাহান্নাম।

সুরা ৪১ হা-মীম আসসাজদাহ , আয়াতঃ ২৪

(24) فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُم مِّنَ الْمُعْتَبِينَ

এখন তারা ধৈর্যধারণ করলেও জাহান্নামই হবে তাদের আবাস এবং তারা অনুগ্রহ চাইলেও তারা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হবে না।

৪২। মন্দকে দূরীভূত করো সর্বোত্তম (আচরণ) দিয়ে ।তাহলে তোমার জানের শত্রুও হয়ে যাবে প্রাণের বন্ধু। যারা সবর অবলম্বন করে কেবল তারাই হয় এই মহৎ গুণের অধিকারী।

সুরা ৪১ হা-মীম আসসাজদাহ , আয়াতঃ ৩৪, ৩৫

وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ (34)

ভাল এবং মন্দ সমান হতে পারে না। মন্দ প্রতিহত কর উতকৃষ্ট দ্বারা; ফলে তোমার সাথে যার শত্রুতা আছে, সে হয়ে যাবে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত।

(35) وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ

এই গুণের অধিকারী করা হয় শুধু তাদেরকেই যারা ধৈর্যশীল, এই গুণের অধীকারী করা হয় শুধু তাদেরকে যারা মহা ভাগ্যবান।

৪৩। যে সবর অবলম্বন করে ও ক্ষমা করে দেয় তার সে কাজ আল্লাহর পছন্দনীয় মহোত্তম সংকল্পের কাজ।

সুরা ৪২আশুরা , আয়াতঃ ৪৩

وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ (43)

যে ধৈর্যধারণ করে এবং ক্ষমা করে দেয় তা হবে অবশ্যই দৃঢ় সাহসিকতাপূর্ণ কর্মসমূহের অন্তর্ভুক্ত।

৪৪। (মুহাম্মদ(সঃ)কে বলা হচ্ছে) তুমি সবর অবলম্বন করো, যেমন সবর অবলম্বন করেছিল দৃঢ়তা অবলম্বনকারী রসুলরা।

সুরা ৪৬ আহক্কাফ , আয়াতঃ ৩৫

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِل لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ
يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ بَلَاغٌ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا
الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ (35)

অতএব তুমি ধৈর্যধারণ কর যেমন ধৈর্যধারণ করেছিল দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রাসুলগণ এবং তাদের জন্যে (শাস্তির প্রার্থনায়) তাড়াতাড়ি করো না। তাদেরকে যে বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে তা সেদিন তারা প্রত্যক্ষ করবে, সেদিন তাদের মনে হবে,তারা যেন দিবসের কিছুক্ষণের বেশী পৃথিবীতে অবস্থান করেনি । এটা হলো সংবাদ দেয়া , সত্যত্যাগী সম্প্রদায় ব্যতীত কাউকেও ধ্বংস করা হবে না।

৪৫।তুমি(মুহাম্মদ) বের হয়ে আসা পর্যন্ত যদি তারা সবর করতো, সেটাই হতো তাদের জন্য কল্যাণকর।

সুরা ৪৯ হুজুরাত, আয়াতঃ ৪, ৫

إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ (4)

যারা কক্ষসমূহের পিছন হতে তোমাকে উচ্চস্বরে ডাকে তারা অধিকাংশই নির্বোধ।

وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّىٰ تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (5)

তুমি বের হয়ে তাদের নিকট আসবে যদি তারা ধৈর্যধারণ করতো তবে তাই তাদের জন্যে উত্তম হতো। আল্লাহ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।

৪৬। (হে মুহাম্মদ) ওরা যা বলে তাতে তুমি সবর অবলম্বন করো।

সুরা ৫০ক্বা'ফ ,আয়াতঃ ৩৯

فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ (39)

অতএব ,তারা যা বলে ,তাতে তুমি ধৈর্যধারণ কর এবং তোমার প্রতিপালকের প্রশংসা সহকারে পবিত্রতা বর্ণনা করা সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের পূর্বে।

৪৭। তুমি তোমার প্রভুর নির্দেশের অপেক্ষায় সবর অবলম্বন কর।

সুরা ৫২ আত-তুর , আয়াতঃ ৪৮

وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ (48)

তুমি তোমার প্রতিপালকের নির্দেশের অপেক্ষায় ধৈর্যধারণ কর; তুমি আমার চোখের সামনেই রয়েছো। তুমি তোমার প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর যখন তুমি শয্যা ত্যাগ কর।

৪৮।(মোহাম্মদ(সঃ)কে বলা হচ্ছে) তোমার প্রভুর হুকুমের অপেক্ষায় সবর করো।

সুরা ৬৮ আল কলম ,আয়াতঃ ৪৮

فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ (48)

অতএব তুমি ধৈর্যধারণ কর তোমার রবের নির্দেশের অপেক্ষায়, তুমি মাছওয়ালার (ইউনুস(আঃ)এর ন্যায় (অধৈর্য) হয়ো না, সে চিন্তাগ্রস্ত অবস্থায় ডেকেছলো।

৪৯। সুতরাং তুমি সবর করো , সবরে জামিল (সুন্দর সবর)।

সুরা ৭০ মা'আরিজ , আয়াতঃ ৫

فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا (5)

সুতরাং তুমি উত্তম ধৈর্য ধারণ কর।

৫০। তারা (মুশরিক, কাফের, ও মুনাফিকরা) যা বলে তাতে তুমি (মুহাম্মদ) সবর অবলম্বন করো।

সুরা ৭৩ আল মুজাম্মিল ,আয়াতঃ ১০

وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا (10)

লোকেরা যা বলে তাতে তুমি ধৈর্যধারণ কর এবং উত্তম পন্থায় তাদেরকে পরিহার করে চল।

৫১। আর তোমার প্রভুর উদ্দেশ্যে সবর অবলম্বন করো।

সুরা ৭৪ আল মুদ্‌দাস্‌সির , আয়াতঃ৭

وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ (7)

এবং তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে ধৈর্যধারণ কর।

৫২। তাদের সবরের বিনিময়ে তিনি তাদের প্রতিদান দেবেন জান্নাত, আর রেশমী পোশাক।

সুরা ৭৬ আল ইনসান , আয়াতঃ১২

وَجَزَاهُم بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا (12)

আর তাদের ধৈর্যশীলতার পুরস্কার স্বরূপ তাদেরকে জান্নাত ও রেশমী পোশাক দান করবেন।

৫৩। সুতরাং ধৈর্য ও দৃঢ়তার সাথে তোমার প্রভুর নির্দেশ পালন করে যাও।

সুরা ৭৬ আল ইনসান , আয়াতঃ২৪

فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا (24)

অতএব তুমি তোমার প্রতিপালকের নির্দেশের জন্য ধৈর্যধারণ কর এবং তাদের মধ্যকার পাপি অথবা কাফিরের আনুগত্য কোরো না।

৩। اصْطَبِرْ অবিচল থাকা

৫৪।আল্লাহর ইবাদতে অবিচল থাকুন(জমে থাকুন)

সুরা ১৯ মারিয়াম , আয়াতঃ৬৫

رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ

لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا (65)

তিনি আকাশমন্ডলী , পৃথিবী এবং এতদুভয়ের অন্তর্বর্তী যা কিছু আছে , সবারই প্রতিপালক; সুতরাং তুমি তাঁরই ইবাদত করো এবং তাঁরই ইবাদতে প্রতিষ্ঠিত থাকো; তুমি কি তাঁর সমনাম সম্পন্ন কাউকেও জান?

৫৫। আল্লাহর উপর অবিচল থাকো।

সুরা ২০ ত্বা-হা, আয়াতঃ ১৩২

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا

نَّحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ (132)

আর তোমার পরিবারবর্গকে নামাযের আদেশ দাও ও তাতে নিজে অবিচলিত থাকো, আমি তোমার নিকট কোন জীবনোপকরণ চাই না। আমিই তোমাকে জীবনোপকরণ দেই এবং শুভ পরিণাম তো মুত্তাকীদের জন্যে।

৫৬। (সামুদ জাতির প্রতি প্রেরিত নবীকে বলা হচ্ছে - যখন জাতি আল্লাহর নির্দেশ অস্বীকার করেছে – তখন নবীকে আল্লাহ বলেছেন-সবর করো।

সুরা ৫৪ আল কামার, আয়াতঃ ২৭

إِنَّا مُرْسِلُو النَّاقَةِ فِتْنَةً لَّهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ (27)

আমিই তাদের পরীক্ষার জন্যে পাঠিয়েছি এক উষ্ট্রী; অতএব তুমি (হে সালেহ!) তাদের লক্ষ্য কর এবং ধৈর্যশীল হও।

৪। | صَبَّار ধৈর্যশীল Patient |

৫৭। এতে পরম ধৈর্যশীল কৃতজ্ঞ লোকদের জন্যে রয়েছে নিদর্শন।

সুরা ১৪ ইবরাহীম, আয়াতঃ ৫

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ

الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُم بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ

لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ (5)

মূসাকে(আঃ) আমি আমার নিদর্শন সহ প্রেরণ করেছিলাম এবং বলেছিলামঃ তোমার সম্প্রদায়কে অন্ধকার হতে আলোতে আনয়ন কর এবং তাদেরকে আল্লাহর দিবসগুলির দ্বারা উপদেশ দাও। এতে তো নিদর্শন রয়েছে প্রত্যেক অধিক ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্যে।

৫৮। নিশ্চয়ই এতে রয়েছে নিদর্শন প্রত্যেক ধৈর্যশীল কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্যে।

সুরা ৩১ লুকমান , আয়াতঃ ৩১

أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللَّهِ لِيُرِيَكُم
مِّنْ آيَاتِهِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ (31)

তুমি কি লক্ষ্য কর না যে, আল্লাহর অনুগ্রহে নৌযানগুলো সমুদ্রে চলাচল করে, যার দ্বারা তিনি তোমাদেরকে তার নিদর্শনাবলীর কিছু প্রদর্শন করেন? এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে প্রত্যেক ধৈর্যশীল কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্যে।

৫৯। যুলুমকারীদের অবস্থা বর্ণনা করে বলা হচ্ছেঃ এতে রয়েছে ধৈর্যশীল কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্যে নিদর্শন।

সুরা ৩৪ সাবা , আয়াতঃ ১৯

فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ
فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ
لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ (19)

কিন্তু তারা বললো, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের সফরের() ব্যবধান বর্ধিত করুন। এভাবে তারা নিজেদের প্রতি যুলুম করেছিল। ফলে আমি তাদেরকে উপাখ্যানে পরিণত করলাম এবং তাদেরকে সম্পূর্ণভাবে ছিন্নভিন্ন করে দিলাম। নিশ্চয় এতে প্রত্যেক ধৈর্যশীল, কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্যে অবশ্যই অনেক নিদর্শন রয়েছে।

৬০। অবশ্যই এর মধ্যে নিদর্শন রয়েছে প্রত্যেক ধৈর্যশীল কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্যে।

সুরা ৪২ আশুরা , আয়াতঃ ৩৩

إِن يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَىٰ ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ (33)

তিনি ইচ্ছা করলে বায়ুকে স্তব্ধ করে দিতে পারেন; ফলে নৌযানসমূহ অচল হয়ে পড়বে সমুদ্র পৃষ্ঠে। নিশ্চয় এতে নিদর্শন রয়েছে ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্যে।

৫। صَبَرْ ধৈর্য Patience

৬১। তোমরা সাহায্য চাও সবর ও সালাতের মাধ্যমে।

সুরা ২ বাকারা , আয়াতঃ ৪৫

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ (45)

এবং তোমরা ধৈর্য ও নামাজের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর এবং অবশ্যই তা কঠিন, কিন্তু বিনীতগণের পক্ষে নয়।

৬২। তোমরা সবর ও সালাত দ্বারা সাহায্য(শক্তি) অর্জন করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবরকারীদের সঙ্গে রয়েছেন।

সুরা ২ বাকারা , আয়াতঃ ১৫৩

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ

الصَّابِرِينَ (153)

হে বিশ্বাস স্থাপনকারীগণ, তোমরা ধৈর্য ও নামাজের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলগণের সাথে আছেন।

৬৩। (জালুতের সেনাদল মুশরিক, তালুতের সেনাদল মুসলিম) তালুতের সেনাদল যুদ্ধের সময় দোয়া করলোঃ হে আমাদের প্রভু আমাদেরকে দৃঢ়তা(সবর) দান করো। তালুতকে আল্লাহ বিজয় দান করলেন।

সুরা ২ বাকারা , আয়াতঃ ২৪৯, ২৫০

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَرٍ فَمَن شَرِبَ

مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ

فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا

طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو اللَّهِ كَم

مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ (249)

অনন্তর যখন তালুতে সৈন্যদলসহ বহির্গত হয়েছিলেন তখন তিনি বলেছিলেন নিশ্চয় আল্লাহ একটি নদী দ্বারা তোমাদেরকে পরীক্ষা করবেন, অতঃপর ওটা হতে যে পান করবে সে কিন্তু আমার দলভুক্ত থাকবে না এবং যে স্বীয় হাত দ্বারা আঁজলা পূর্ণ করে নেবে, তদ্ব্যতীত যে তা আস্বাদন করবে না সে নিশ্চয় আমার; কিন্তু তাদের মধ্যে অল্প লোক ব্যতীত আর সবাই সেই নদীর পানি পান করলও, অতঃপর যখন সে ও তার সঙ্গী বিশ্বাস স্থাপনকারীগণ নদী অতিক্রম করে গেল তখন তারা বললোঃ

জালূতের ও তার সেনাবাহিনীর মোকাবিলা করার শক্তি আজ আমাদের নেই। পক্ষান্তরে যারা বিশ্বাস করতো যে তাদেরকে আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করতে হবে, তারা বললোঃ আল্লাহর হুকুমে কত ক্ষুদ্র দল কত বৃহৎ দলকে পরাজিত করেছে, বস্তুতঃ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে রয়েছেন আল্লাহ।

وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا

وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (250)

এবং যখন তারা জালূত এবং তার সেনাবাহিনীর সম্মুখীন হলো, বলতে লাগলোঃ হে আমাদের প্রভু! আমাদেরকে পূর্ণ সহিষ্ণুতা দান করুন, আর আমাদের কদমকে অটল রাখুন এবং কাফির জাতির উপর আমাদেরকে সাহায্য করুন।

৬৪। ফেরাউনের যাদুকররা পরাজিত হয়ে আল্লাহর উপর ঈমান আনার পর, ফেরাউনের নির্যাতনের হুমকির মোকাবিলায় আল্লাহর কাছে দোয়া করেছিল, হে আমাদের প্রভু, আমাদেরকে সবর করার শক্তি দাও।

সুরা ৭ আল আ'রাফ , আয়াতঃ ১২৬

وَمَا تَنقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا
وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ (126)

তুমি আমাদের সাথে শত্রুতা করছো এই কারণে যে, আমাদের কাছে যখন আমাদের প্রতিপালকের নিদর্শনাবলী এসেছে তখন আমরা ওগুলোর উপর ঈমান এনেছি, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে ধৈর্য দান করুন এবং মুসলমানরূপে আমাদের মৃত্যু দান করুন।

৬৫। ইউসুফকে তার ভাইয়েরা কূপে নিক্ষেপ করার পর এবং মিথ্যা অযুহাত দেয়ার পর তার পিতা ইয়াকুব বলেছিলেনঃ আমার জন্য ধৈর্য ধারণ করা উত্তম।

সুরা ১২ ইউসুফ , আয়াতঃ ১৮

وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا
فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ (18)

আর তারা তার জামায় মিথ্যা রক্ত লেপন করে এনেছিল, তিনি বললেনঃ না, তোমাদের মন তোমাদের জন্যে একটি কাহিনী সাজিয়ে দিয়েছে, সুতরাং পূর্ণ ধৈর্যই শ্রেয়, তোমরা যা বলছো সে বিষয়ে একমাত্র আল্লাহই আমার সাহায্যস্থল।

৬৬।বনি ইয়ামিনকে হারানোর পরও ইয়াকুব বলেছিলেনঃ ধৈর্য ধারণ করাই আমার জন্য উত্তম।

সুরা ১২ ইউসুফ , আয়াতঃ ৮৩

قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَنِي

بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (83)

ইয়াকুব(আঃ) বললেনঃ না, তোমাদের মন আমাদের জন্যে একটি কাহিনী সাজিয়ে দিয়েছে; সুতরাং পূর্ণ ধৈর্যই শ্রেয়; হয়তো আল্লাহ ওদেরকে একসাথে আমার কাছে এনে দিবেন, তিনি সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

৬৭। ঐ সব লোকদের অন্তর্ভুক্ত হও যারা উপদেশ দেয় সবর করার।

সুরা ৯০ আল বালাদ , আয়াতঃ ১২-১৭

وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ (12)

তুমি কি জান যে, দুর্গম গিরি পথটি কি?

فَكُّ رَقَبَةٍ (13)

এটা হচ্ছেঃ কোন দাসকে মুক্ত করা।

أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ (14)

অথবা, দুর্ভিক্ষের দিনে খাদ্য দান;

يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ (15)

কোন ইয়াতীম, আত্মীয়কে,

أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ (16)

অথবা ধুলায় লুন্ঠিত দরিদ্রকে,

ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا

بِالْمَرْحَمَةِ (17)

তারপর তাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হওয়া যারা ঈমান এনেছে এবং যারা পরস্পরকে উপদেশ দেয় ধৈর্যধারণের ও দয়া করুণার;

৬৮। পরস্পরকে উপদেশ দেয় ধৈর্যের সাথে অটল থাকার।

সুরা ১০৩ আল আসর , আয়াতঃ ১,২,৩

وَالْعَصْرِ (1)

কালের শপথ,

إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ (2)

মানুষ অবশ্যই ক্ষতির মধ্যে রয়েছে,

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ

وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ (3)

কিন্তু তারা নয়, যারা ঈমান আনে ও সৎআমল করে এবং পরষ্পরকে সত্যের উপদেশ দেয়, ধৈর্যধারণে পরষ্পরকে উদ্‌বুদ্ধ করে থাকে।

৬। صابر ধৈর্য অবলম্বনকারী

৬৯। তবে সুসংবাদ দাও সবর অবলম্বনকারীদের।

সুরা ২ বাকারা , আয়াতঃ ১৫৫, ১৫৬, ১৫৭

وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ

وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ (155)

এবং নিশ্চয় আমি তোমাদেরকে ভয়, ক্ষুধা এবং ধন ও প্রাণ এবং ফল শস্যের অভাবের কোন একটি দ্বারা পরীক্ষা করবো এবং ঐ সব ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ প্রদান করুন।

الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ

رَاجِعُونَ (156)

যাদের উপর কোন বিপদ আপতিত হলে তারা বলেঃ নিশ্চয় আমরা আল্লাহরই জন্যে এবং নিশ্চয় আমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তনকারী।

أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ

الْمُهْتَدُونَ (157)

এদের উপর তাদের প্রভুর পক্ষ হতে শান্তি ও করুণা বর্ষিত হবে এবং এরাই সুপথগামী।

৭০। আর অর্থসংকট, দুঃখ -কষ্ট, ও সত্য মিথ্যার সংগ্রামে সবর অবলম্বনকারী হবে।

সুরা ২বাকারা, আয়াতঃ ১৭৭

لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ

وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ

وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ

وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي

الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ

إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ

الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ (177)

তোমরা তোমাদের মুখমন্ডল পূর্ব বা পশ্চিম দিকে প্রত্যাবর্তিত কর তাতে পুণ্য নেই; বরং পুণ্য তার, যে ব্যক্তি আল্লাহ , পরকাল , ফেরেশতাগণ, কিতাব ও নবীগণের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাঁরই ভালোবাসা অর্জনের জন্য আত্মীয়-স্বজন,

পিতৃহীনগণ, দরিদ্রগণ,পথিকগণ ও ভিক্ষুকদেরকে এবং দাসত্ব মোচনের জন্যে ধন-সম্পদ দান করে, আর নামায প্রতিষ্ঠিত করে ও যাকাত প্রদান করে এবং অঙ্গীকার করলে যারা সেই অঙ্গীকার পূর্ণকারী হয় এবং যারা অভাবে ও ক্লেশে এবং যুদ্ধকালে ধৈর্যশীল তারাই সত্যপরায়ণ এবং তারাই আল্লাহভীরু।

৭১। তাদের বৈশিষ্ট হলোঃ তারা ধৈর্যশীল, সত্যপন্থী, বিনত(আল্লাহর পথে), দানকারী, শেষ রাতে ক্ষমা প্রার্থনাকারী।

সুরা ৩ আল ইমরান , আয়াতঃ ১৭

الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنفِقِينَ

وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ (17)

যারা ধৈর্যশীল, সত্যপরায়ণ, অনুগত, দানশীল এবং রাতের শেষাংশে ক্ষমা প্রার্থনাকারী।

৭২। তোমরা কি এমনিতেই জান্নাতে প্রবেশ করবে অথচ আল্লাহ এখনও পরীক্ষা করেন নি কারা জিহাদ করেছে এবং কারা অটল অবিচল থেকেছে।

সুরা ৩ আল ইমরান, আয়াতঃ ১৪২

أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ

الصَّابِرِينَ (142)

তোমরা কি ধারণা করেছো যে,তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে? অথচ যারা জিহাদ করে তোমাদের মধ্য হতে তাদের ব্যাপারে আল্লাহ অবগত হবেন না ও ধৈর্যশীলদের তিনি জানবেন না?

৭৩। আল্লাহ ঈমানের উপর অটল অবচল থাকা লোকদেরকেই ভালোবাসেন।

সুরা ৩ আল ইমরান, আয়াতঃ ১৪৬

وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا

أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ

يُحِبُّ الصَّابِرِينَ (146)

আর এমন অনেক নবী ছিলেন, যাদের সহযোগে প্রভুভক্ত লোকেরা যুদ্ধ করেছিলো; পরন্ত আল্লাহর পথে যা সংঘটিত হয়েছিল তাতে তারা নিরুৎসাহ হয়নি, শক্তিহীন হয়নি ও বিচলিত হয়নি এবং আল্লাহ ধৈর্যশীলগণকে ভালোবাসেন।

৭৪। নিজেদের মধ্যে বিবাদে লিপ্ত হয়ো না, তোমরা দুর্বল হয়ে পড়বে। সবর করো। আল্লাহ সবরকারীদের সাথেই রয়েছেন।

সুরা ৮ আনফাল , আয়াতঃ৪৬

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ

رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ (46)

আর আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের তোমরা আনুগত্য করবে এবং নিজেদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ করবে না, অন্যথায় তোমরা সাহস হারিয়ে দুর্বল হয়ে পড়বে এবং তোমাদের মনের দৃঢ়তা ও শক্তি বিলুপ্ত হবে, আর তোমরা ধৈর্য সহকারে সব কাজ করবে, আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন।

৭৫। তোমাদের একহাজার বিজয়ী হবে দুই হাজারের উপর আল্লাহর অনুমতিক্রমে। আল্লাহ অবিচল লোকদের সাথেই আছেন।

সুরা ৮ আল আনফাল , আয়াতঃ ৬৫, ৬৬

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ (65)

হে নবী(সঃ)মুমিনদেরকে জিহাদের জন্য উদ্‌বুদ্ধ কর, তোমাদের মধ্যে যদি বিশজন ধৈর্যশীল মুজাহিদ থাকে তবে তারা দু'শ জন কাফিরের উপর জয়যুক্ত হবে, আর তোমাদের মধ্যে একশ' জন থাকলে তারা এক হাজার কাফিরের উপর বিজয়ী হবে, কারণ তারা এমন এক সম্প্রদায় যাদের বোধশক্তি নেই, কিছুই বোঝে না।

الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ (66)

আল্লাহ এখন তোমাদের দায়িত্বভার লাঘব করে দিলেন, তোমাদের মধ্যে যে (দৈহিক) দুর্বলতা রয়েছে সে সম্পর্কে তিনি অবগত আছেন, সুতরাং তোমাদের মধ্যে একশ'জন ধৈর্যশীল লোক থাকলে তারা দু'শ জন কাফিরের উপর জয়যুক্ত হবে, এক হাজার জন থাকলে তারা আল্লাহর হুকুমে দু'হাজার জন কাফিরের উপর বিজয় লাভ করবে, আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন।

৭৬। আর স্মরণ করো ইসমাঈল, ইদরিস, যুলকিফলের -কথা । এরা সবাই ছিলো ধৈর্যশীল, অবিচল।

সুরা ২১ আল আম্বিয়া, আয়াতঃ৮৫

وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ (85)

আর (স্মরণ কর) ইসমাইল(আঃ) ইদরীস (আঃ) এবং যুলকিফলের- কথা তাদের প্রত্যেকেই ছিলেন ধৈর্যশীল।

৭৭। (সুসংবাদ দাও তাদের) যাদের অন্তর আল্লাহর স্মরণে কেঁপে উঠে এবং বিপদ মুসিবতে সবর করে, সালাত আদায় করে ,আমার দেয়া জীবিকা থেকে খরচ করে।

সুরা ২২ আল হাজ্জ ,আয়াতঃ ৩৫

الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ

وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ (35)

যাদের হৃদয় ভয়-কম্পিত হয় আল্লহর নাম স্মরণ করা হলে, যারা তাদের বিপদ-আপদে ধৈর্য ধারণ করে এবং নামায কায়েম করে ও আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা হতে ব্যয় করে।

৭৮। আল্লাহর সর্বোত্তম পুরষ্কার তো সবর অবলম্বনকারীরাই লাভ করবে।

সুরা ২৮ আল কাসাস, আয়াতঃ ৮০

وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ

صَالِحًا وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ (80)

আর যাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছিলো তারাআ বললোঃ ধিক তোমাদেরকে! যারা ঈমান আনে ও সৎ কর্ম করে তাদের জন্যে আল্লাহর পুরষ্কারই শ্রেষ্ঠ এবং ধৈর্যশীল ব্যতীত এটা কেউ পাবে না।

৭৯। পুরুষ ও নারীর ১০টি গুণের একটি হচ্ছে ধৈর্যশীলতা। তাদের জন্য রয়েছে শ্রেষ্ঠ প্রতিদান।

সুরা ৩৩ ,আয়াতঃ ৩৫

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ

وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ

وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ

وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ

وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا

(35) وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

অবশ্য মুসলমান পুরুষ ও মুসলমান নারী, মু’মিন পুরুষ ও মু’মিন নারী, অনুগত পুরুষ ও অনুগত নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও সত্যবাদী নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ও ধৈর্যশীল নারী,বিনীত পুরুষ ও বিনীত নারী,দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী, রোযা পালনকারী পুরুষ ও রোযা পালনকারী নারী, যৌনাঙ্গ হিফাযতকারী পুরুষ ও যৌনাঙ্গ

হিফাযতকারী নারী, আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী নারী- এদের জন্যে আল্লাহ রেখেছেন ক্ষমা ও মহা প্রতিদান।

৮০। ইসমাঈলকে যখন ইবিরাহীম স্বপ্নের কথা বললেন যে পুত্রকে জবেহ করার নির্দেশ দিয়েছেন আল্লাহ তায়ালা। পুত্র ইসমাঈল তখন বলেছিলেন- আপনাকে যা নির্দেশ দেয়া হয়েছে পালন করুন। ইনশাল্লাহ আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন।

সুরা ৩৭ সা-ফ্‌ফা-ত ,আয়াতঃ১০২

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ
أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا
تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ (102)

অতঃপর সে (সন্তান)যখন তার পিতার সাথে কাজ করার মত বয়সে উপনীত হলো তখন ইবরাহীম(আঃ) বললোঃ হে আমার বৎস! আমি স্বপ্নে দেখি যে, তোমাকে আমি যবেহ করছি, এখন তোমার অভিমত কী? সে বললোঃ হে আমার পিতা! আপনি যা আদিষ্ট হয়েছেন তাই করুন। আল্লাহ ইচ্ছা করলে আপনি আমাকে ধৈর্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত পাবেন।

৮১। আল্লাহ বলেছেন আইয়ুবকে আমি ধৈর্যশীল পেয়েছিলাম।

সুরা ৩৮ সোয়াদ , আয়াতঃ৪৪

وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِّهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ
صَابِرًا نِّعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ (44)

(আমি তাকে আদেশ করলাম)এক মুষ্টি তৃণ লও তাদ্বারা আঘাত কর এবং শপথ ভঙ্গ করো না। আমি তাকে পেলাম ধৈর্যশীল। কত উত্তম বান্দা সে! সে ছিল আমার অভিমূখী।

৮২। ধৈর্যশীলদেরকে তাদের প্রতিদান দেয়া হবে অফুরন্ত।

সুরা ৩৯ , আয়াতঃ ১০

قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي
هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى
الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ (10)

বলঃ হে আমার মু'মিন বান্দারা! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর । যারা এই দুনিয়াতে কল্যাণকর কাজ করে তাদের জন্যে আছে কল্যাণ। আর প্রশস্ত আল্লাহর পৃথিবী, ধৈর্যশীলদেরকে অপরিমিত প্রতিদান দেয়া হবে।

৮৩। আল্লাহ পরীক্ষা করবেন কারা প্রকৃত মুজাহিদ ও সবর (দৃঢ়তা) অবলম্বনকারী।

সুরা ৪৭ মুহাম্মাদ , আয়াতঃ ৩১

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ

أَخْبَارَكُمْ (31)

আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করবো, যতক্ষণ না আমি অবগত হই তোমাদের মধ্যে কে জিহাদকারী ও ধৈর্যশীল এবং আমি তোমাদের অবস্থা সমূহেরও পরীক্ষা করি।

ধৈর্য সংক্রান্ত হাদীস

১। হযরত আবু ইয়াহইয়া সুহায়েব ইবন সিনান (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসুল(সঃ) বলেছেনঃ মু'মিনের ব্যাপারটাই আশ্চর্যজনক। তার সমস্ত কাজই কল্যাণকর। মু'মিন ছাড়া অন্যের ব্যাপারে এরূপ নয়। তার জন্য আনন্দের কোন কিছু হলে সে শোকর করে, তাতে তার মঙ্গল হয়, আবার ক্ষতিকর কোন কিছু হলে সে ধৈর্যধারণ করে । এটাও তার জন্য কল্যাণকর হয়।(মুসলিম)

২। হযরত আবু সালিন্দ ও আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত , রাসুল (সঃ) বলেন, মুসলিম বান্দার যে কোন ক্লান্তি , রোগ, দুশ্চিন্তা, উদ্বিগ্নতা, কষ্ট ও অস্থিরতা হোক না কেন এমনকি কোন কাঁটা ফুটলেও তার কারণে মহান আল্লাহ তার গুনাহ মাফ করে দেন। (বুখারী ও মুসলিম)

৩। হযরত আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মহান আল্লাহ যে ব্যক্তির কল্যাণ চান তাকে বিপদে ফেলেন।

৪। হযরত আনাস(রাঃ) থেকে বর্ণিত,তিনি বলেন, রাসুল(সঃ) বলেছেন, আল্লাহ যখন তাঁর কোন বান্দার প্রতি কল্যাণের ইচ্ছা করেন তখন দুনিয়াতে তার জন্য তাড়াতাড়ি বিপদ-আপদ নাযিল করে দেন। আর তিনি যখন তাঁর বান্দাদের প্রতি অমঙ্গলের ইচ্ছা করেন তখন তাকে গুনাহের মধ্যে ছেড়ে দেন। অবশেষে কিয়ামতের দিন তাকে ধরবেন। রাসুল(সঃ) আরও বলেন, কষ্ট বেশী হলে সওয়াবও বেশি হয়। আর আল্লাহ যখন কোন জাতিকে ভালোবাসেন, তখন তাকে পরীক্ষায় ফেলে দেন । যে ব্যক্তি এ পরীক্ষায় সন্তুষ্ট থাকে তার জন্য রয়েছে আল্লাহর সন্তুষ্টি।

আর যে ব্যক্তি অসন্তষ্ট হয় তার জন্য রয়েছে আল্লাহর অসন্তুষ্টি।(তিরমিযী)

৫। হযরত আবু হুরায়রা(রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসুল(সঃ) বলেছেন, মু'মিন নর-নারীর জান,মাল ও সন্তানের উপর বিপদ-আপদ আসতেই থাকে। অবশেষে আল্লাহর সাথে সে সাক্ষাত করে এমন অবস্থায় যে, তার আর কোন গুনাহ অবশিষ্ট থাকে না।(তিরমিযী) ।

৬।যখন আল্লাহর কোন বান্দার পুত্র সন্তান মারা যায়, তখন আল্লাহ ফেরেশতাদের বলেন, তোমরা কি আমার কোন বান্দার পুত্র সন্তানের প্রাণ নিয়ে এসেছো? ফেরেশতারা বলেঃ হ্যাঁ। আল্লাহ আবার বলেনঃ তোমরা কি আমার বান্দার প্রাণের টুকরার জান নিয়ে এসেছো? ফেরেশতারা বলঃ হ্যাঁ। আল্লাহ বলেন ঐ সময় আমার বান্দা কি বলেছিল? ফেরেশতারা বলেঃ আপনার বান্দা আপনার প্রশংসা করেছিল,

সবর করেছিল,এবং বলেছিল-

আমরা আল্লাহর জন্য , এবং তাঁর কাছেই আমাদের প্রত্যাবর্তন। আল্লাহ বলেনঃ আমার বান্দার জন্য বেহেশতে একটা ঘর তৈরি কর এবং সেই ঘরের নাম কর প্রশংসা।

সুতরাং প্রিয় ভাই ও বোনেরা ,আসুন দুঃখ কষ্টে ধৈর্য ধারণ করে আল্লাহ মুখী হই এবং সুখ সাচ্ছন্দে উৎফুল্ল ও অহংকারী না হয়ে আল্লাহ মুখী থাকি । আল্লাহ কষ্টের পর দেবেন স্বস্তি। আল্লাহ আমদেরকে ক্ষমা করে তার পথে পরিচালিত করুন। আমীন।

....